শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	:	০৫ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ॥ ২০ জুলাই ২০২০
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	:	১০ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার, মিরপুর-১, ঢাকা।

সভায় উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট "ক"**

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভায় কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতপরঃ সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

আলোচ্যসূচি-১	:	**শোক প্রস্তাব**
আলোচনা	:	প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব মোঃ নাসিম এমপি, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং শেরে বাংলা নগর থানা আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব সুলতান আহমেদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ বেলায়েত হোসেন খানসহ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ (এক) মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**বিগত ০৩ জুন ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	বিগত ০৩ জুন ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	১ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**সভার প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এর বক্তব্য**
আলোচনা	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে বলেন, আর্থিক স্বাবলম্বীতার দিকে সিটি কর্পোরেশনকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব আয় ও কর পরিধি বৃদ্ধি না পেলে আর্থিক স্বনির্ভরতা কখনো অর্জিত হবে না। সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নিয়মিত নবায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা সম্ভব হলে রাজস্ব আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রধান অতিথি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কর পরিধির বিস্তার ও রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ায় কাউন্সিলরগণকে সম্পৃক্ত করার উপর মাননীয় মন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। হোল্ডিং কর পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে নগরবাসীকে উৎসাহিত করা, অনলাইন সিস্টেমে

		হোল্ডিং কর পরিশোধ ও ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান অতিথি সভায় আহ্বান জানান। সিটি কর্পোরেশনের সকল কাউন্সিলর ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিকে সেবামুখী মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী অনুরোধ জানান। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন ও মশক নিধন কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পরিবহন ও চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনায় আমরা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। তিনি আরো বলেন, প্রতিটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ তার এলাকাকে দশটি অংশে ভাগ করে, প্রতিটা অংশের জন্য টিম গঠন করা যেতে পারে। এর ফলে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং নেতৃত্বের বিকাশসহ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশও সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ভিত্তিক রাজস্ব আদায় হার, কর-পরিধি বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, মশক নিধন, সেবামূলক মনোবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে পুরস্কৃত করা দরকার। এ ছাড়াও এসব কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী কাউন্সিলরদেরকে প্রণোদনামূলক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের সুযোগ দেয়া উচিত বলে মাননীয় প্রধান অতিথি মতামত ব্যক্ত করেন।
সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন	:	(নিচের সারণি দ্রষ্টব্য)

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্ব স্ব কর পরিধির বিস্তার ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	রাজস্ব বিভাগ
২.	সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম ও হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা অধিকতর জনবান্ধব ও অনলাইন ভিত্তিক করার জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	রাজস্ব বিভাগ
৩.	রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ায় সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে সম্পৃক্ত করা	রাজস্ব বিভাগ
৪.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন তথা বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পরিবহন ও চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আরো মানসম্মত ও উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫.	মশক নিধন কাজে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও কমিউনিটির সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) ও স্বাস্থ্য বিভাগ
৬.	কর্পোরেশনের কাজে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার স্বার্থে প্রতিটা ওয়ার্ডকে দশটি অংশে ভাগ করে, প্রতিটা অংশের জন্য টিম গঠন করা যেতে পারে। এর ফলে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং নেতৃত্বের বিকাশসহ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশও সৃষ্টি হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) ও আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসার (সকল)
৭.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ভিত্তিক রাজস্ব আদায় হার, কর-পরিধি বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, মশক নিধন, সেবামূলক মনোবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরদেরকে প্রণোদনামূলক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

আলোচ্যসূচি-৪	:	**মাননীয় মেয়র এর বক্তব্য**
আলোচনা	:	মাননীয় মেয়র তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুন এলাকার জন্য ৪০২৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করার জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নগরবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এ প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে জোরালো সহযোগিতা ও আন্তরিক সমর্থনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। নতুন এলাকার হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, যে ওয়ার্ডে যত বেশী হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হবে সে এলাকার বরাদ্দও তত বৃদ্ধি করা হবে। হোল্ডিং কর আদায়ে সম্মানিত কাউন্সিলরদের সক্রিয় ভূমিকার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা হবে বলে তিনি জানান। Assessment Review Board (ARB) সদস্যগণকে সততা, আন্তরিকতা ও কর্পোরেশনের স্বার্থ

চিন্তা করে দায়িত্ব পালনের জন্য সভাপতি আহ্বান জানান। ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য মাননীয় মেয়র আহ্বান জানান। যেসব হোল্ডিং বা বাসাবাড়িতে এখনো পৌরকর নির্ধারণ করা হয়নি সেগুলি অবিলম্বে এ্যাসেসমেন্ট করে ট্যাক্স আদায় বাড়াতে হবে অন্যথায় সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি সতর্ক করেন।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন খাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। মাননীয় মেয়র বলেন, এখনো অনেক সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন রাজস্ব ব্যতিত বা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকার সকল বিজ্ঞাপনকে আইনের আওতায় এনে বিজ্ঞাপন কর আদায় বৃদ্ধি করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য আশকোনা হজক্যাম্প হতে বনরুপা হাউজিং পর্যন্ত সিভিল এভিয়েশন খাল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে খনন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি দিনক্ষণ ধার্যকরে একসাথে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০০ টি করে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সম্মানিত কাউন্সিলর, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) ও প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি STS বিহীন ওয়ার্ডগুলোতে STS নির্মাণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মশক নিধনে চিরুনি অভিযান সফল করার জন্য সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও ডিএনসিসি'র স্বাস্থ্য বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকলেই আন্তরিকভাবে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করার কারণে এখনো পর্যন্ত নগরবাসী মশামুক্ত পরিবেশে স্বস্তিতে বসবাস করতে পারছেন। ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

সরকারের উন্নয়ন কাজ ও সম্মানিত কাউন্সিলরদের সেবামুখী কাজগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত রাখাসহ জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির স্বার্থে ফেসবুক লাইভ করার জন্য সকল কাউন্সিলরদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সিটি কর্পোরেশনে কোন দুর্নীতি সহ্য করা হবে না এবং ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারি যারা এক কর্মস্থলে ৪ বৎসরের অধিককাল রয়েছে তাদের বদলী করা হবে।

তিনি করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় পূর্ব রাজাবাজার লকডাউনে সফল নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব ফরিদুর রহমান খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিশেষ সম্মাননা জানান।

তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে চলতি বছর গরুর হাট ব্যবস্থাপনা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Online গরুর হাট সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে বলে তিনি সভাকে জানান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে গরুর হাট পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং যেখানে সেখানে গরুর হাট যাতে বসতে না পারে সে বিষয়ে কাউন্সিলর কমিটি মনিটর করবেন। নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি কাউন্সিলদের আহ্বান জানান। এজন্য কল্যাণ সমিতি ও স্থানীয় সোসাইটিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব এলাকায় স্থান নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোরবানীর বর্জ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করার জন্য সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও ডিএনসিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের তিনি অনুরোধ করেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল কাজে ব্যয় সংকোচন নীতি প্রতিপালনের জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮.	সম্প্রসারিত এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

		৯.	বিজ্ঞাপন ট্যাক্স বাড়ানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
		১০.	নিয়মিতভাবে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও চিরুনি অভিযান পরিচালিত হবে।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগ
		১১.	ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারি যারা এক কর্মস্থলে ৪ বৎসরের অধিককাল রয়েছে তাদের বদলী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব
		১২.	প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০০০ করে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কাউন্সিলর (সকল) সম্পত্তি বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সার্কেল পুর সার্কেল নগর পরিকল্পনা বিভাগ
		১৩.	Online গরুর হাট কার্যক্রমকে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।	জনসংযোগ বিভাগ আইসিটি সেল
		১৪.	স্বাস্থ্যবিধি মেনে গরুর হাট পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং যেখাসে সেখানে গরুর হাট যাতে বসতে না পারে সে বিষয়ে কাউন্সিলর কমিটি মনিটর করবেন।	মনিটরিং কমিটি সম্পত্তি বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ
		১৫.	নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করার বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। কল্যাণ সমিতি ও স্থানীয় সোসাইটিকে সম্পৃক্ত করে কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব এলাকায় পশু জবাই এর স্থান নির্ধারণ করবেন।	কাউন্সিলর (সকল) স্বাস্থ্য বিভাগ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
		১৬.	কোরবানীর বর্জ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে।	কাউন্সিলর (সকল) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ যান্ত্রিক সার্কেল
		১৭.	জলাবদ্ধতা দূর করার বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ বর্জ্য ব্যবস্থা বিভাগ
		১৮.	সরকারের উন্নয়ন কাজ ও সম্মানিত কাউন্সিলরদের সেবামুখী কাজগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত রাখাসহ জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির স্বার্থে ফেসবুক লাইভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কাউন্সিলর (সকল)

আলোচ্যসূচি-৫ : **ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে**

আলোচনা : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

(কোটি টাকায়)

ক্রম	খাত	বাজেট ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	বাজেট ২০২০-২০২১
	প্রারম্ভিক স্থিতি	২২৭.২০	৪৫০.৯৫	৩৭২.২৫
	আয়ঃ			
১	রাজস্ব	১১০৬.৪০	৬৪২.৪০	৯৬১.৬৫
২	অন্যান্য	৯.০০	১২.৬২	১২.০০
৩	সরকারি অনুদান	১০০.০০	৫৭.৬৮	১০০.০০
৪	সরকারি বিশেষ অনুদান	৫০.০০	১৭.৫০	৫০.০০
	মোট	১২৬৫.৪০	৭৩০.২০	১১২৩.৬৫
৫	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	১৫৬৪.৬৪	১৪২৭.৪৫	৩০১০.৮৫

	সর্বমোট আয়	**৩০৫৭.২৪**	**২৬০৮.৬০**	**৪৫০৬.৭৫**
	ব্যয়ঃ			
১	রাজস্ব ব্যয়	৫৫১.৪০	৪৬৭.১৫	৬১৯.৮৫
২	অন্যান্য ব্যয়	১২.০০	৫.৭৫	১৩.০০
৩	উন্নয়ন ব্যয়ঃ			
৩.১	উন্নয়ন ব্যয় (নিজস্ব উৎস, সরকারি অনুদান)	৭৭১.১০	৩৩৬.০০	৬৪৯.১৫
৩.২	উন্নয়ন ব্যয় **(সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প)**	১৫৬৪.৬৪	১৪২৭.৪৫	৩০১০.৮৫
	উপমোট-উন্নয়ন ব্যয়	২৩৩৫.৭৪	১৭৬৩.৪৫	৩৬৬০.০০
	সমাপনী স্থিতি	১৫৮.১০	৩৭২.২৫	২১৩.৯০
	সর্বমোট ব্যয়	**৩০৫৭.২৪**	**২৬০৮.৬০**	**৪৫০৬.৭৫**

সিদ্ধান্ত : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি-৬ : **ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে কর্মরত দৈনিক মজুরি ভিত্তিক (মাস্টাররোল) পরিচ্ছন্নতা কর্মী, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদেরকে ঈদ/দূর্গা পূজা/বড়দিন/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে উৎসব ভাতা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।**

আলোচনা : শ্রমিক কর্মচারী লীগ, স্ক্যাভেঞ্জার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং পরিবহন চালক ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মন্ডলি ডিএনসিসি'র দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মীদের উৎসব ভাতা ২,০০০/- টাকার স্থলে ৫,০০০/- টাকা প্রদানের জন্য মাননীয় মেয়র বরাবরে আবেদন করেছেন। আবেদনটি সভায় উপস্থাপন করে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) কাজ করলে বেতন, না করলে নাই ভিত্তিতে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও দক্ষ/ অদক্ষ শ্রমিকদেরকে ঈদ/দূর্গা পূজা/বড় দিন/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতিজনকে বর্তমানে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল খাত হতে উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়।
উল্লেখ্য যে, ২২/০৯/২০১৫ তারিখে ডিএনসিসি দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদেরকে ঈদ/দূর্গা পূজা/বড় দিন/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতিজনকে ১,৫০০/- টাকা মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল খাত হতে প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ১৭তম কর্পোরেশন সভায় ঈদুল ফিতর, ২০১৭ থেকে ৫০০ টাকা বৃদ্ধিকরে ২,০০০ টাকা করা হয়।
ডিএনসিসিতে নিয়োজিত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) কাজ করলে বেতন, না করলে নাই ভিত্তিতে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও দক্ষ/ অদক্ষ শ্রমিকদেরকে উৎসব ভাতা বৃদ্ধিকরণ এর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে কর্মরত দৈনিক মজুরি ভিত্তিক (মাস্টাররোল) পরিচ্ছন্নতা কর্মী, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদেরকে ঈদ/দূর্গা পূজা/বড়দিন/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে উৎসব ভাতা ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার স্থলে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মাননীয় মেয়রের ঐচ্ছিক তহবিল খাত থেকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি-৭ : **বনানী কমিউনিটি সেন্টারের ২য় তলায় জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা অধিদপ্তর এর অফিস স্থাপন প্রসঙ্গে**

আলোচনা : প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর কর্তৃক বনানী কমিউনিটি সেন্টারের ২য় তলায় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর এর অফিস স্থাপনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৩/১১/৮৪ খ্রিঃ বনানী কমিউনিটি সেন্টারটি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বর্তমান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন) এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত সময় হতে কমিউনিটি সেন্টারটি পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারের কার্যক্রম সাময়িক ভাবে বন্ধ রয়েছে।

		বনানী কমিউনিটি সেন্টার এর ফ্লোরটি টাইলসকৃত। বনানী কমিউনিটি সেন্টারের ২য় তলার উত্তর পার্শ্বের ০৫টি কক্ষ উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব হতে যথাক্রমে (১) ১৪´ - ০" × ১৪´ - ৩" বা ১৯৯.৫০ বর্গফুট, (২) ১৪´ - ০" × ১০´ - ৩" বা ১৪৩.৫০ বর্গফুট, (৩) ১৪´ - ০" × ১১´ - ০" বা ১৫৪ বর্গফুট, (৪) ১৪´ - ০" × ১০´ - ৩" বা ১৪৩.৫০ বর্গফুট, (৫) ১৪´ - ০" × ১৪´ - ৩" বা ১৯৯.৫০ বর্গফুট অথবা সর্বমোট (১৯৯.৫০ + ১৪৩.৫০ + ১৫৪ + ১৪৩.৫০ + ১৯৯.৫০) বা ৮৪০ বর্গফুট কক্ষ রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর একটি সরকারি সংস্থা। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা, দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরের সরকারি অফিসের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার হার গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে। সরকারি অফিসের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার হার গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত রেইট অনুসারে মোজাইক/ টাইলস্কৃত মেঝে বিশিষ্ট ব্যবহারযোগ্য কক্ষ ও গোসলখানা প্রতি বর্গফুট ৬০ (ষাট) টাকা নির্ধারণ রয়েছে। ইতোপূর্বে উক্ত রেইট অনুসারে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) এর অনুকূলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ০৩ (তিন) টি কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় ৮৪০ বর্গফুট × ৬০ টাকা = ৫০,৪০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার চারশত) টাকা প্রতি মাসে ধার্য্য করতঃ পৃথক বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ প্রচলিত শর্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করার অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, যেহেতু কমিউনিটি সেন্টারে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সেহেতু কমিউনিটি সেন্টারে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অফিস স্থাপন শোভনীয় নয়। এ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে বিষয়টি তিনি অবহিত নন। ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিকও অনুরূপ বক্তব্য রাখেন।
সিদ্ধান্ত	:	জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা অধিদপ্তর এর অফিস স্থাপনের আবেদনের বিষয়ে ১৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমানসহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে পুনরায় মতামত উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি-৮	:	**ডিএনসিসি'র বর্ধিত এলাকার রেট চার্ট পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রসঙ্গে**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবসৃষ্ট অঞ্চল সমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ভাড়ার হার (Rate Chart) পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবসৃষ্ট অঞ্চলসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ভাড়ার হার (Rate Chart) পর্যালোচনা পূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি-৯	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মামলা ও আইন কার্যক্রম পরিচালনা নীতি, ২০১৯ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	আইন কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মামলা ও আইন কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মামলা ও আইন কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ পর্যালোচনা পূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে নীতিমালাতে কোন বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তা পর্যালোচনার জন্য কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়- কমিটিঃ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদ
০১	কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড-০৩	আহ্বায়ক
০২	জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড-১৩	সদস্য
০৩	জনাব জাকিয়া সুলতানা, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১৭	সদস্য
০৪	আইন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

		পরবর্তীতে নীতিমালাতে কোন বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন হলে গঠিত কমিটি তা পর্যালোচনা করে সুপারিশ উপস্থাপন করবে।
সিদ্ধান্ত	:	১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মামলা ও আইন কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ পর্যালোচনা পূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. পরবর্তীতে নীতিমালাতে কোন বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তা পর্যালোচনার জন্য চার

		সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	গঠিত কমিটি ও আইন বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি-৬	:	**বিবিধ**

বিবিধ-১	:	ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তর সংক্রান্ত
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন, রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত রাস্তাটি মোহাম্মদপুর এলাকার ৩০নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত, যা সিটি জরিপে রামচন্দ্রপুর মৌজায় অবস্থিত। হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত রাস্তার ভূমির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রম	হস্তান্তরকারীর নাম ও ঠিকানা	মৌজা	দাগ নং	হস্তান্তরিত ভূমির পরিমান	একর
১	সৈয়দ মনিরুল ইসলাম	রামচন্দ্রপুর	১৬৬৩, ৬৪	৫৫´৬"× ১০´০" ৪´ ৬"×১০´০"	০.০১২৭ ০.০০১০
২	আব্দুল মতিন	রামচন্দ্রপুর	১৬৬২	২৭´২"×১০´০"	০.০০৬২
৩	খলিলুর রহমান	রামচন্দ্রপুর	১৬৬১	২৬´৯"×১০´০"	০.০০৬২
৪	সৈয়দ আরজু ইসলাম	রামচন্দ্রপুর	১৬৬০	২৬´৬"×১০´০"	০.০০৬১
৫	আছাদুজ্জামান	রামচন্দ্রপুর	১৬৫৮, ৫৯	২৬´০"×১০´০" ৫১´০"×১০´০"	০.০০৫৯৬ ০.০১১৭০
৬	দিলিপ কুমার সরকার গং	রামচন্দ্রপুর	১৬৭৪, ৭৩, ৭২	৫০´ "×১০´০" ৪১´ "×১০´০"	০.০১১৬ ০.০০৯৫
৭	আজিজুল হক	রামচন্দ্রপুর	১৬৭১	২৭´ "×১০´০"	০.০০৬৩
৮	মততাজ বেগম	রামচন্দ্রপুর	১৬৭০	২৮´ "×১০´০"	০.০০৬৬
৯	মোঃ খায়রুল মোস্তফা, প্লট নং-৯৮/১, শ্যামলী হাউজিং ২য় প্রকল্প, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	রামচন্দ্রপুর	১৬৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯	৫৪´০"×১০´০" ১৭´০"×১০´০"	০.০১২৪ ০.০০৩৯
				সর্বমোট=	০.১০০২

এখানে উল্লেখ্য, ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উল্লেখিত প্রস্তাবিত রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সরেজমিনে তদন্তে সঠিক পাওয়া গিয়াছে। বর্ণিত ০.১০০২ একর ভূমি জনস্বার্থে রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত	:	মোহাম্মদপুর এলাকার ৩০নং ওয়ার্ডের রামচন্দ্রপুর মৌজায় অবস্থিত ০.১০০২ একর ভূমি জনস্বার্থে রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ-২	:	রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ৮ নম্বর ব্লক কোভিড-১৯ আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা প্রসঙ্গে
আলোচনা	:	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে গত ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত এবং কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তিদের খিলগাও তালতলা কবরস্থানে দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে খিলগাও তালতলা করবস্থানে ২৯ এপ্রিল ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১৯১ জনকে দাফন করা হয়েছে। খিলগাও তালতলা কবরস্থানের জায়গার স্বল্পতা এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী এবং কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণকারীদের গত ৩০ এপ্রিল ২০২০ তারিখ থেকে রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ০৮ নম্বর ব্লকে দাফন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ০৩, ০৫ ও ০৭ নম্বর ব্লকটি সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে এবং ০৯ নম্বর ব্লকটি সিটি কর্পোরেশনে কর্মকর্তা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য সংরক্ষিত চিহ্নিত করা হয়েছিলো।

		পরবর্তীতে বিগত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম কর্পোরেশন সভার আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত মতে ০৩ নম্বর ব্লকটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে কবর অস্থায়ী সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু আবেদন পাওয়া গেছে। রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ০৮ নং ব্লকটি অস্থায়ী সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হলে কবর সংরক্ষণে জনগণের আশা পূরণ হবে, কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা বজায় থাকবে এবং ডিএনসিসি'র রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, কবরস্থানসমূহের নীতিমালা অনুযায়ী রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানে ১৫ বছর মেয়াদী অস্থায়ী সংরক্ষণের ফি ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ২৫ বছর মেয়াদী অস্থায়ী সংরক্ষণের ফি ১১,০০,০০০/- (এগার লক্ষ) টাকা। এ অবস্থায়, কবর সংরক্ষণে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ ও শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে এবং মানবিক দিক বিবেচনায় রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত ০৮ নম্বর ব্লকটি সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত ০৮ নম্বর ব্লকটি সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগ / আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

বিবিধ-৩	:	**১. সূচনা ফাউন্ডেশন ২. Vital Strategies এর সাথে এবং ৩. Digital গরুর হাট এর বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে**
আলোচনা	:	বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় মেয়র বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন দেয়ালে সুন্দর ও গঠণমূলক বার্তা লিখন, রঙিন আল্পনার মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন ইত্যাদি বিষয়ে "সূচনা ফাউন্ডেশন" একটি প্রস্তাবনা দাখিল করেছে। তিনি বলেন, সূচনা ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক-প্রগতিশীল সংগঠন। প্রস্তাবিত কাজগুলো করার অনুমতি প্রদান করা হলে ডিএনসিসি'র কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না বরং এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে সূচনা ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করার বিষয়ে মাননীয় মেয়র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, চলমান কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে স্বাস্থ্য বিভাগের গাইডলাইন মোতাবেক ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরে পশুর হাট স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। নগরবাসীরা যাতে অনায়াসে প্রথাগত হাটে না গিয়ে কোরবানির পশু ক্রয় করতে পারেন সেলক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, এটুআই, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) এর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে।মাননীয় মেয়র বলেন, অনেক জেলাতেও অনলাইন পশুর হাট চালু হচ্ছে। করোনা মহামারীর বিশেষ প্রেক্ষাপট ও স্বাস্থ্য বিভাগের গাইডলাইন বিবেচনায় অনলাইন পশুর হাট ব্যবস্থাপনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে সার্বিক প্রশাসনিক সহযোগিতার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও সভাপতি ডিএনসিসি'র মহাখালীস্থ মার্কেট কোভিড-১৯ ডেডিকেডেট হাসপাতাল ঘোষণা করায় দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য জমাপ্রদানকারীদের টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন ব্যতিত সমস্ত টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান প্রকৌশলী বিবিধ আলোচনায় বলেন, Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety এর আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় সড়কে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Collaboration Agreement between Vital Strategies and Dhaka North City Corporation প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আইন বিভাগের মাধ্যমে ভেটিং হয়ে আজকের সভায় পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য তিনি উপস্থাপন করেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, আইন বিভাগ কর্তৃক মতামতের আলোকে ডিএনসিসি'র স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সহযোগিতা চুক্তিটি করা যায়। উক্ত সহযোগিতা চুক্তির আওতায় Vital Strategies কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য কারিগরী সহযোগিতাসহ ডিএনসিসিকে অনুদান প্রদান করা হবে। সহযোগিতা চুক্তিটি ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন	:	ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		১.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন দেয়ালে সুন্দর ও গঠণমূলক বার্তা লিখন, রঙিন আল্পনার মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন ইত্যাদি বিষয়ে "সূচনা ফাউন্ডেশন" এর সাথে বিনা আর্থিক সংশ্লেষে ও ডিএনসিসি'র আইনগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এবং আইন বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নগর পরিকল্পনা বিভাগ
		২.	করোনা মহামারীর বিশেষ প্রেক্ষাপট ও স্বাস্থ্য বিভাগের গাইডলাইন বিবেচনায় অনলাইন পশুর হাট ব্যবস্থাপনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সার্বিক প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) সম্পত্তি বিভাগ
		৩.	Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety এর আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় সড়কে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Collaboration Agreement between Vital Strategies and Dhaka North City Corporation অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ

বিবিধ-৪	:	ডিএনসিসি'র মহাখালীস্থ মার্কেট কোভিড-১৯ ডেডিকেডেট হাসপাতাল ঘোষণা করায় দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য জমাপ্রদানকারীদের টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন ব্যতিত টাকা ফেরত প্রদান প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সভাপতি ডিএনসিসি'র মহাখালীস্থ মার্কেট কোভিড-১৯ ডেডিকেডেট হাসপাতাল ঘোষণা করায় দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য জমাপ্রদানকারীদের টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন ব্যতিত টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ডিএনসিসি'র মহাখালীস্থ মার্কেট কোভিড-১৯ ডেডিকেডেট হাসপাতাল ঘোষণা করায় দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য জমাপ্রদানকারীদের টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন ব্যতিত টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	রাজস্ব বিভাগ

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

27/7/2020

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০-২৫৫

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪২৭
২৭ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সদয় অবগতির জন্য।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৪. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৫. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ...ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ৭. ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৮. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. সিস্টেমস এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১. অফিস কপি।

27/7/2020

(রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া)
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।